৩০ বছর আগে পুলিশের গুলিতে নিহত আলতামতির সন্তানদের খোঁজ রাখেনা কেউ !

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রয়ারী ৬ষ্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাতুড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র থেকে পুলিশের গুলিতে রেহেনা আক্তার আলতামতি নিহত হয়। তিনি ছিলেন একজন সদালাপী, ধর্মভিরু গৃহবধু।

৫বছরের ছেলেকে খুজতে গিয়ে গুলিতে পুলিশের গুলিতে বুক ঝাজরা করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন তিনি। মৃত্যুর ৩০ বছর পার হয়ে গেলেও এখনো তার পরিবার বিচার পায়নি। এতিম দুই সন্তান রিপন ও শিপনকে কেউ পুর্নবাসিত করতে এগিয়েও আসেনি। খুবই দুঃখ কষ্টের মধ্যে চলছে তাদের সংসার।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাতুড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী পুলিশের গুলিতে নিহত হন আলতামতি। তিনি ওই গ্রামের মৃত আব্দুর রহমান বিশ্বাসের মেয়ে। এতিম দুই শিশুকে মানুষ করতে ১৯৯৮ সালের দিকে তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী কিছু আর্থিক অনুদান দেন।

তারপর দীর্ঘ দিন পার হয়ে গেলেও আর কেউ খোঁজ খবর নেয়নি। ইতি মধ্যে দীর্ঘ ৩০বছর পার হয়ে গেছে। আলতামতির দুই সন্তান এখন অনেক বড় হয়েছে। তারা বেশি লেখাপড়াও শিখতে পারেনি। এখন তারা পরের দোকানে কাজ করে অন্যের জমি বর্গা নিয়ে সংসার চালায়। আলতামতির মৃত্যুর সময় বড় ছেলে রিপনের বয়স ছিল সাড়ে ৪ বছর আর ছোট ছেলে শিপনের বয়স ৩ মাস।

রিপনের বয়স এখন ৩৫ বছর। কিন্তু মেলেনি কোন সরকারী চাকরী বা সহযোগীতা আর ২৯ বছর বয়সী শিপন আলী এইচএসসি পাশ করার পর অর্থাভাবে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি এখন অন্যের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সংসার চালায়।

আলতামতির বড় ছেলে রিপন জানান, তার মা মারা যাওয়ার পরে ২/৩ বছর যাবৎ মামাদের উদ্যোগে আমার মায়ের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করতেন। এখন আর কেউ পালন করে না। তিনি আরো জানান দীর্ঘ সময় অতিবাহীত

হলেও সরকারি কোন সুযোগ সুবিধা আমরা পায়নি।

আলতামতির দুই সন্তান ও স্বজনরা তাদের সরকারী সহায়তাসহ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য বিএনপির চেয়ারম্যান আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

ঝিনাইদহে গৃহবধুকে মারধর করে বিবস্ত্র করার অভিযোগ

ঝিনাইদহে এক গৃহবধূককে মারধর করে বিবস্ত্র করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। আজ শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার দোগাছি গ্রামের পুর্বপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত গৃহবধু হাসনা আরা ওই গ্রামের নাজমুল বিশ্বাসের স্ত্রী। তিনি বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
আহতের স্বজনরা জানান, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপি’র দুগ্রুপের মধ্যে দোগাছি গ্রামের নজরুল ইসলামের সাথে সিরাজুল ইসলামের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। কয়েকদিন পূর্বে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদের নারী ইউপি সদস্য শারমিন আক্তার জানান, সকালে গৃহবধু হাসনা আরা ও চাচাতো দেবরের বউ আখি খাতুন গ্রামে হাটতে যায়। গ্রামের হাজামবাড়ি মসজিদ এলাকায় গেলে প্রতিপক্ষ সিরাজুল বিশ্বাসের সমর্থক লিটন, বাবুল, রশিদ, সাইফুল, লুতফর, ইমন, মুস্তাকসহ ১০ থেকে ১৫ জন ওই দুই গৃহবধূর পথরোধ করে। সে সময় আখি খাতুন দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারলেও হাসনা আরাকে বেধড়ক মারপিট করে।

হামলাকারীরা গৃহবধুকে মারধর করে জামা কাপড় ছিড়ে ফেলে। সেসময় গলার চেইন, কানের দুল ও মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। পরে পুলিশ এসে ওই নারীকে উদ্ধার করে। সেখান থেকে তাকে নিয়ে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে ওই এলাকার সামাজিক মাতুব্বর সিরাজুল বিশ্বাসের ব্যবহৃত মোবাইলে একাধিক বার কল করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এক নারীকে মারধর করার ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে গলায় উড়না দিয়ে গৃহবধুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে গলায় উড়না দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন প্রিয়া অধিকারী (২২) নামের এক গৃহবধু। তিনি বলুহর রামচন্দ্রপুর হালদারপাড়ার দেবব্রত অধিকারীর স্ত্রী।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় বৃহস্পতিবার দুপুরে পারিবারিক কলহের জের ধরে নিজ ঘরের ফ্যানের সাথে গলায় উড়নার ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। নিহতের শ্বাশুড়ি জানান তার ছেলে বউয়ের মাথায় যন্ত্রনা ছিলো, সে কারণে আত্মহত্যা করতে পারে, মায়ের এমন বক্তব্য প্রত্যাখান করে ছেলে দেবব্রত অধিকারী জানান তার স্ত্রীর এমন কোন সমস্যা ছিলো না।

তাহলে আপনার স্ত্রী কেন আত্মহত্যা করেছেন এমন প্রশ্নে তিনি কোন কারণ জানাতে পরেননি। আত্মহত্যার ঘটনাটি রহস্যজনক বলে মনে করছেন এলাকাবাসী। এ বিষয়ে কথা বলা হয় কোটচাঁদপুর পৌর ফাঁড়ি ইনর্চাজ জগনাথ চন্দ্র এর সাথে, তিনি জানান আমরা ঘঠনাস্থলে আছি, ঘাসকাটা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে জেনেছি। লাশের সুরতহাল করা হয়েছে, লাশটি ময়না তদন্তের জন্য প্রক্রিয়া চলছে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায় সম্প্রতিক সময়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা জুড়ে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে আত্মহত্যার প্রবনতা। জানুয়ারী থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত উপজেলায় ২৪৪ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন।

এদের মধ্যে অনেকেই মারা গেছেন। আত্মহত্যা প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনসহ উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করা হলেও কোনভাবেই থামানো যাচ্ছে না আত্মহত্যা।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ হারালেন গৃহবধু

মেহেরপুরের আমঝুপি গ্রামের শেখ পাড়ায় নিজ বাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বিলকিস বেগম (৫২) নামের এক গৃহবধুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার সময় আমঝুপির শেখ পাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিলকিস বেগম অবসরপ্রাপ্ত বিজিবি সদস্য মনিরুল ইসলামের স্ত্রী।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় বিলকিস বেগম নিজ বাড়ির ধানের গুদামঘরের দরজা খুলতে যেয়ে বিদ্যুতায়িত হন। বিলকিস বেগম এক পুত্র ও দুই কন্যার জননী। তার এক কন্যা কিছুদিন আগে অসুস্থতাজনিত কারেণ মারা গেছেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে গৃহবধুকে ধর্ষণ

চেষ্টার অভিযোগ দুই যুবকের বিরুদ্ধে

গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি কাজিপুর গ্রামে এক গৃহবধুকে ধর্ষণের অপচেষ্টা চালিয়েছে পিন্টু (২৪) ও তার সহযোগী আশিক (২২) নামের দুই যুবক।

পিন্টু কাজিপুর গ্রামের বর্ডারপাড়া এলাকার বাবর আলীর ছেলে ও আশিক একই পাড়ার লিয়াকত আলীর ছেলে।

স্থানীয় মাঠের নিজ জমিতে ওই গৃহবধু গ্যামা ঘাস কাটতে গেলে এ ঘটনা ঘটে। গৃহবধু বাদী হয়ে গাংনী থানায় ধর্ষণের অপচেষ্টার অভিযোগ এনে মামলা দিয়েছেন।

স্থানীয় কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ডের সদস্য আজিজুল হক বলেন, প্রবাস ফেরতের স্ত্রী বাড়ির পাশেই তার নিজ জমিতে গ্যামা ঘাস কাটতে গেলে পিন্টু ও আশিক নামের দুই যুবক তাকে জড়িয়ে ধরে শ্লিলতাহানির চেষ্টা চালিয়েছে বলে ওই গৃহবধু অভিযোগ করেছেন। যেহেতু বিষয়টি স্পর্শকাতর তাই থানায় মামলা করার পরামর্শ দিয়েছি।

ওই গৃহবধু জানান, আমি আমার বাড়ির গবাদী পশুর জন্য বাড়ির পাশেই নিজের জমির গ্যামা ঘাস কাটতে গেলে পিন্টু আমাকে জড়িয়ে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। আমি চিৎকার দিলে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। পরে তারা পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, আশিকের বিরুদ্ধে এর আগেও ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। স্থানীয়দের ম্যানেজ করে সে যাত্রায় পার পেয়েছে। তারা স্থানীয় এক ফেনসিডিল ব্যবসায়ীর ফেনসিডিল বহনকারী হিসেবে কাজ করে বলে জানান স্থানীয়রা।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাত ৮.১২ মিনিটের ওই গৃহবধু গাংনী থানায় মামলা করার জন্য অপেক্ষা করছেন বলে জানান। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমি একটু বাইরে আছি। থানায় গিয়ে অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষ আইনগত ব্যবস্থা নেবো।

কোটচাঁদপুর পল্লীতে গৃহবধুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

কোটচাঁদপুরের পল্লীতে শান্তা খাতুন (১৬) নামের এক গৃহবধুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

শান্তা খাতুন কোটচাদপুর উপজেলার দোড়ার গ্রামে রুবেলের স্ত্রী। গত শনিবার রাতে উপজেলার দোড়ার কামার পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। এটি আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করছে স্বামীর পরিবারের লোকজন।

তবে, নিহত শান্তা খাতুনের মা সালেহা বেগম বলেন, আমার মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারেনা। তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। মাত্র এক বছর হলো তাদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর থেকেই তারা আমার মেয়েকে শারিরীক ও মানুষিক ভাবে অত্যাচার করত। তাকে ওরা মেরে রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে। আমি এর বিচার চাই।

এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক আশরাফুল ইসলাম বলেন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসার আগেই মারা গেছে সে।

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক আব্দুল মতিন জানান, খবর পেয়ে মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানায় একটা অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে এক গৃহবধুর আত্মহত্যা

মেহেরপুর সদর উপজেলার রামদাসপুর এলাকায় শিল্পী খাতুন নামের (৩০) এক গৃহবধু গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।
বৃহস্পতিবার ভোরে শিল্পী খাতুন তার বাবার বাড়িতে নিজ কক্ষে গলায়

ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। শিল্পী খাতুন দুই সন্তানের জননী এবং রামদাসপুর পশ্চিম পাড়ার শরিফুল ইসলামের মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্বামীর সাথে বিচ্ছেদের কারণে গত ১ বছর যাবত ধরে শিল্পী তার বাবার বাড়িতে বসবাস করে আসছে। আবার কয়েক বছর আগে শিল্পীর একটি ছেলে পানিতে ডুবে মারা যায়। একদিকে ছেলের শোক অন্যদিকে স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ। সব মিলিয়ে শিল্পী সব সময় বিষণ্নতায় ভুগতেন। বিষন্নতা থেকে বাঁচতেই আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা করছে পরিবারের লোকজন ও এলাকাবাসী।